দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 5 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

006

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার

আগামী শিক্ষা বছর থেকে সরকার তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত কম্পিউটার বিষয়ক অধ্যায় সংযুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ টেকস্টবুক বোর্ডের মাধ্যমে জাতীয় কম্পিউটার কমিটি এর উদ্যোক্তা। সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে কম্পিউটার বিষয়ক অধ্যায়ও নবম শ্রেণীর জন্য ১০০ নম্বরের স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ঐচ্ছিক বিষয় রচনার পাণ্ডুলিপি চাওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে কম্পিউটার শিক্ষার ধারা কিরূপ হবে, জাতীয় কম্পিউটার কমিটি সে সম্পর্কে একটি রিপোর্ট গত ২৫শে জানুয়ারী '৮৮ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করেছে। রিপোর্টে কমিটি কম্পিউটার শিক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। (ক) কম্পিউটার পরিচিত' শিক্ষা এবং (খ) কম্পিউটার পেশাজীবী হবার শিক্ষা। প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কম্পিউটার পরিচিত শিক্ষার উপর কমিটি জোর দিয়েছে। এর ফলে স্নাতক পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে কম্পিউটার পেশাজীবী হওয়া সহজ হবে। এসব কথা চিন্তা করেই তৃতীয় শ্রেণী থেকে কম্পিউটার শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে।

শিক্ষা কমিশনের কাছে জাতীয় কম্পিউটার কমিটির অপর প্রস্তাবগুলো হচ্ছেঃ স্নাতক সম্মান পর্যায়ে কম্পিউটারের প্রধান সাতটি বিষয় পড়ানো পলিটেকনিকসমূহে ঐ সাত বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন, স্নাতক (পাস) কোর্সে কম্পিউটারের প্রয়োগ ও তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্পর্কে একাধিক ঐচ্ছিক বিষয় চালু করা। কৃতকার্যদের কম্পিউটার বিষয়ের জন্য পৃথক সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য পি, টি, আই এবং বি এড প্রশিক্ষণকালে শিক্ষকদেরকেও নির্দিষ্ট নম্বরের কম্পিউটার বিষয়ক কোর্স সমাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। হাই স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজে ১৯৯৫ সাল নাগাদ ২ জন কম্পিউটারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, স্নাতক কোর্স এবং কমার্শিয়াল কলেজ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কম্পিউটার চাকুরী উপযোগী কোর্স চালুর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

এছাড়া স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভিন্নতর ডিগ্রী, এমবিবিএস, বিএজি ও এমএজিতে প্রয়োগ ভিত্তিক একশ' নম্বরের বাধ্যতামূলক কোর্স, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজসমূহে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করারও সুপারিশ জানানো হয়েছে।

দেশে কম্পিউটারের প্রসার বাড়লেও এ বিষয়ে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আজ অব্দি নেয়া হয়নি। যত্রতত্র কিছু প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী কম্পিউটার বিষয়ক যেসব প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তা শুধুই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন নয়। নব গঠিত জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড-এর রেজিল্যুশন ৩-এর ট অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে। "কম্পিউটার কোর্সে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ, উহার ভিত্তিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা ইত্যাদি প্রদান" করা হবে। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগেও নির্ভরশীল কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে 'সেন্টার ফর ইনফর মেটিক্স এণ্ড ইলেকট্রনিক্স" (সিআইই) দেশের দীর্ঘমেয়াদী 'প্রোগ্রামার' কোর্স চালু করেছে। ছয়টি বিষয়ের এ কোর্সটি সফলতার সাথে সমাপনের পর ৬টি ভিন্ন ভিন্ন সনদপত্র ও একটি 'প্রোগ্রামর'-এর সনদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও সিআইই ওয়ার্ড প্রসেসিং (ওয়ার্ড স্টার), কম্পিউটার অপারেটর, কোর্স, স্কুল হলিডে কম্পিউটার' কোর্স প্রর্বতন করেছে। ভবিষ্যতে সিআইই কম্পিউটারে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের চিন্তা-ভাবনা করছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯ সালে আইবিএম ৩৭০/১১৫ কম্পিউটার সংযোজনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরাসরি কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ পায়। এরপর সকল বিভাগের পাঠ্যক্রমে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯ সন থেকেই বহিরাগতদের জন্য স্বল্প মেয়াদী প্রোগ্রামিং কোর্স প্রতবর্তন করে। এখানে ফোরট্রান কোবল, বেসিক প্রোগ্রামিং ছাড়াও বিভিন্ন প্যাকেজ ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট ও ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র ও বিভিন্ন সময় কম্পিউটার কোর্সের আয়োজন করেছে।

এসব সত্ত্বেও কম্পিউটার বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের অভাব দেশীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটারে স্নাতক ডিগ্রী প্রবর্তন করে ৩০ জন ছাত্রকে ভর্তি করলেও আজ পর্যন্ত তাদের ক্লাস শুরু হয়নি। তবুও সার্বিক প্রতিকূলতা পেরিয়ে দেশে কম্পিউটার শিক্ষা আরও জনপ্রিয় ও নির্ভরশীল হয়ে উঠবে বলে আশা করি।

ইকবাল বাহার সিদ্দিকী